দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 12 MAR 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্য 'সাহিত্য সঙ্কলন'-এ সমকালীন প্রতিনিধিত্ব নেই

মাহমুদুল বাসার

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে চব্বিশ বছর পার হয়ে পঁচিশ বছরে পড়ল। আর দেশ স্বাধীন হওয়ারও প্রায় বিশ বছর আগে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্য বর্তমান 'সাহিত্য সঙ্কলন' গ্রন্থটি বাছাই করা হয়েছিল। সেটা এখনও চলছে। এই প্রজন্মের মাধ্যমিক উত্তীর্ণ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বের নির্ধারিত সাহিত্য সঙ্কলনটি ঘাড় গুঁজে চর্বিত চর্বণ করছে। এ সঙ্কলনটি পরিবর্তন হওয়া খুব জরুরী। কেননা, এ সঙ্কলনে স্বাধীন বাংলাদেশের উপযোগী সমকালীন যুগের প্রতিনিধিত্ব নেই।

পাকিস্তান আমলের গোড়ারদিকে পাক কালচারের মূল্যবোধকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে এ সঙ্কলনটি তৎকালীন টেক্সটবুক বোর্ড তৈরি করে এবং তা বাংলাদেশে ছেলেমেয়েদের পড়তে বাধ্য করে। সঙ্কলনটি খুললেই দেখা যাবে একপেশে কিছু প্রবন্ধ ও কবিতার সংখ্যা বেশি। নামকাওয়াস্তে রবীন্দ্র-নজরুল, শরৎচন্দ্র আছে। তাছাড়া এমন কিছু প্রবন্ধ-কবিতা এই সঙ্কলনে আছে যা মানবিক মতাদর্শের বিরোধী তো বটেই, রীতিমতো পক্ষপাতমূলক। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) ইতিহাসের সম্পদ। তাঁর জীবনী বা তাঁর কোন ঐতিহাসিক ভূমিকার তাৎপর্য বিশ্লেষণ যে কোন ছাত্রছাত্রীর জন্য অবশ্য পাঠ্য। তাতে তারা উপকৃত হবে। তাই শেখ আবদুর রহিমের 'আদর্শ মহাপুরুষ' প্রবন্ধ কারও কাছে পীড়াদায়ক মনে হয় না। বরং তা উপযুক্ত সংযোজন। অনুরূপ যদি মহামতি গৌতম, যীশুখ্রিষ্টের ওপর কোন লেখা থাকত, তাহলে সব ধর্মের ছাত্রছাত্রীই উপকৃত হতো। বর্তমান সঙ্কলনে এসব নেই। এই না থাকাটা ক্ষতিকর। ছাত্রছাত্রীদের মানবপ্রেম শিক্ষা দিতে হলে এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

কিন্তু এয়াকুব আলী চৌধুরী ও গোলাম মোস্তফার প্রবন্ধ অন্য ধর্মের ছাত্রছাত্রীদের কাছে রীতিমতো পক্ষপাতমূলক। ইসলাম ধর্মের ছাত্রছাত্রী নয় তাদের কাছে এসব প্রবন্ধ-কবিতা মানসিকভাবে গ্রাহ্য হবে না। জবরদস্তি হিসাবেই বিবেচিত হবে। এ রকম একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় প্রথম শ্রেণী থেকে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত আছে। তবে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর সাহিত্য সঙ্কলনেই বেশি।

এ আলোচনায় কবি ফররুখ আহমদের 'পাঞ্জেরী' কবিতাটি আনতে চাই না। যদিও কবিতাটি ইসলামী জাগরণমূলক। কিন্তু এ কবিতার সর্বজনীন দায়িত্ববোধের আবেদন চমৎকার।

আরও একটি দিক থেকে এ সঙ্কলনের অসম্পূর্ণতা আছে। বাংলা পদ্যের অন্যতম স্থপতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা সাগরের কোন লেখা যেমন নেই, তেমনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ত্রিশোত্তর যুগটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ত্রিশোত্তর যুগের কোন কবিতা, প্রবন্ধ নেই। এমনকি সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটা কবিতাও এ সঙ্কলনে রাখা হয়নি। ত্রিশোত্তর যুগের জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, অমীয় চক্রবর্তী বা সমর সেনের কবিতা নেই। ত্রিশ দশকের কোন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধই এখানে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পাস করেই কোন কোন ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হবে।

সবচেয়ে পীড়াদায়ক হলো, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা এ বই থেকে, ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে তৎপরবর্তী স্বাধিকার তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন গন্ধই খুঁজে পাবে না। শুধুমাত্র সৈয়দ আলী আহসানের 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতা দিয়ে দায়সারা হয়েছে। স্বাধীনতার চব্বিশ বছর পরও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর মতো তারুণ্যের অধিকারী ছাত্রছাত্রীরা তাদের সাহিত্য সঙ্কলন থেকে মুক্তিযুদ্ধের লেশমাত্র মূল্যবোধ অর্জন করতে পারবে না, এটা কি হতে পারে?

দিন দিনই তো অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতির প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তিত হচ্ছে মূল্যবোধ। আমরা বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক অবদান কম্পিউটারের যুগে এসে পৌঁছলাম। আমাদের বাঁচার মূল ভিত্তি কৃষি– সে ব্যাপারেও ধ্যান-ধারণা বদলে যাচ্ছে। এসব চিন্তাভাবনা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর সাহিত্য সঙ্কলনে স্থান করে দেয়া খুবই দরকার। এ যুগের ছাত্রছাত্রীরা যদি ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন বা ডঃ কুদরত-এ-খুদার একটি প্রবন্ধ পড়তে না পারে, তাহলে তার ক্ষতি সুদূরপ্রসারী।

আমাদের গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতার ধরন বা গড়ন পাল্টিয়েছে অনেক আগে। বলতে গেলে ত্রিশ দশকে একবার এবং পঞ্চাশ দশকে আরেকবার। এ সঙ্কলনে তার নিদর্শন নেই। থাকা দরকার। এ সঙ্কলনে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, শওকত ওসমান, হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শওকত আলী, জহির রায়হান বা সৈয়দ শামসুল হকের গল্প নেই। অন্যদিকে শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, শহীদ কাদরী, আল মাহমুদ, সানাউল হক, আহসান হাবীব, আবুল হাসান বা নির্মলেন্দু গুণের কোন কবিতা নেই। এ যুগের প্রাবন্ধিক ডঃ আহমদ শরীফ, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, কবীর চৌধুরীর কোন প্রবন্ধ নেই।

তাই অচিরেই এ সঙ্কলনটি পরিবর্তন করে উপরোক্ত বিষয়গুলো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে, পরিশীলিত আঙ্গিকে সমন্বয় করা দরকার।